দৈনিক ইনকিলাব

064 তারিখ 17 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ শুক্রবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৯৪

এ খেলার পরিণতি অশুভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করুন। দেশবাসীর প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এ এক সকরুণ আবেদন। গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সভায়, সমিতি ক্যাম্পাসের বর্তমান ঘটনায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে সরকার, সকল রাজনৈতিক দল ও দেশবাসীকে সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

শিক্ষক সমিতির আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার কারণ বিশ্ববিদ্যালয় এখন রক্তাক্ত যুদ্ধাবস্থায় নেমে এসেছে। রাজনৈতিক দলের সপক্ষে গত মঙ্গলবার ২২টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য ওয়াদুদ হালিম গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এরই প্রতিক্রিয়ায় একদিকে ছাত্র নামধারী বহিরাগত সশস্ত্র ব্যক্তিরা অপরদিকে ছাত্র লীগের সশস্ত্র সদস্য ব্যক্তিরা অবস্থান নিয়ে এলোপাতারি গোলাগুলী শুরু করে। এবং বেধরক বোমাবাজী চালায়। ফলে সেদিনও ছাত্র ও রিক্সাওয়ালাসহ কতিপয় ব্যক্তি নিহত ও আহত হয়।

এই সংঘর্ষের পরেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

এই সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আট সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। উল্লেখ্য যে, এই সংঘর্ষের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল এবং ছাত্র লীগ (মু-না) পরস্পরকে দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা এই কলামেই এর আগেও একাধিকবার লিখেছিলাম। আমরা জানতে চেয়েছিলাম 'কি ধরনের ভার্সিটি এটা?' কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক, ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কোন পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তার ফলে আমাদের মনে হয়েছে খুব সঙ্গত কারণেই যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি যতই বেদনাদায়ক ও করুণ হোক না কেন, কোন পক্ষই তার পরিবর্তন চায় না। দেশে যেমন অসংখ্য রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনি অসংখ্য ছাত্র সংগঠন। প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন কোন না কোন দলের লেজুড়। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মাথা নড়ায় ক্যাম্পাসের বাইরে, কিন্তু তাদের লেজ নড়ে ক্যাম্পাসের ভেতরে। লেখাপড়া করে মানুষ হতে এসে খুনোখুনি করে নিজেরাই নিজেদের। এর নাম নাকি ছাত্র রাজনীতি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক নেতারা প্রতিবাদ করে বিবৃতি-বক্তৃতা দিচ্ছেন। বিবৃতি-বক্তৃতা দিচ্ছেন মারমুখো ছাত্র (?) নেতারাও। কিন্তু কার বিরুদ্ধে কাকে অভিযুক্ত করে— তাদের এইসব বিবৃতি-বক্তৃতা তার কোন মাথামুণ্ডু দেশবাসী বুঝতে পারছে না।

যাহোক, দেশবাসী রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে অবশ্যই জ্ঞান ধার চাইবে না। কারণ— তাদের স্ববিরোধীময় জ্ঞান জনগণ পছন্দ করে না। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তারা ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র রাজনীতিকদের কাছ থেকে জানতে চাইবে যে, তারা রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসেবে তো অনেক কিছুই করলেন, বোমায় প্রকম্পিত এবং রক্তে রঞ্জিত করলেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর কিন্তু নিজেদের জন্য করলেন কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্র সংগঠনসমূহের কল্যাণে তারা এ পর্যন্ত ক'ফোটা রক্ত ঝড়িয়েছেন। যেমন ছাত্র ও ছাত্র সংগঠনের স্বার্থে লড়ে ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত দেশসমূহের ভার্সিটির ছাত্র ও ছাত্র সংগঠনসমুহ? বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই ছুরি, এই গুলী, এই বোমা। ধরে নেওয়া হলো আপনারা ন্যায়তই করেছেন— কিন্তু দেশবাসী জানতে চায়, নিহত-আহত ছাত্রের পিতামাতা জানতে চায়— তাতে ক্যাম্পাসের কোন ছাত্রের কতটুকু উপকার হয়েছে? এই যে ছাত্রদেরই একদল অপর দলকে হত্যা করে চলেছে— এতে লাভটা হচ্ছে কার? [illegible] অকল্যাণটা হচ্ছে কার? রাজনৈতিক দলের নেতা ও নেত্রীবৃন্দ [illegible] টিপে না ধরলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ছাত্র রাজনীতিক ও [illegible]ঠনসমূহ এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দেবেন। কারণ তারা [illegible]লীলাল দালাল খেলার পরিণতি শুভ নয়।